POSTAL REG NO GDP-43/2017-2019

بسم الله الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلّی علیٰ رسولہ الکریم وعلیٰ عبدہ المسیح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড
2

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly
BADAR Qadian
Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 13 ই এপ্রিল, 2017 13 শাহাদত,1396 হিজরী শামসী 15 রজব 1438 A.H

সংখ্যা
15

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহর কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

ঐ শেষ মাহদী- যিনি ইসলামের পতনের যুগে এবং গোমরাহি বিস্তার লাভ করার যুগে সরাসরি খোদার কাছ থেকে হেদায়ত প্রাপ্ত হবেন এবং ঐ ঐশী খাদ্য-সম্ভার নবরূপে মানবজাতির কাছে উপস্থাপন করবেন, তিনি খোদার বিধান অনুযায়ী নিযুক্ত হয়েছেন। আজ হতে তেরশত বৎসর পূর্বে রসুল করীম (সা.) যাঁর শুভ সংবাদ দান করেছেন, সেই ব্যক্তি আমিই।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

খোদা তা'লা বর্তমান অবস্থা অবলোকন করে এবং পৃথিবীকে সর্ব প্রকারের দুষ্কর্ম, পাপাচার ও পথভ্রষ্টতায় পরিপূর্ণ দেখে আমাকে সত্য প্রচারার্থে ও সংস্কারের উদ্দেশ্যে মনোনীত করেছেন। এ যুগও এরূপ ছিল যে, পৃথিবীর মানুষ হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দী শেষ করে চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাবে পৌঁছে গিয়েছিল। তখন আমি এই আদেশের অনুবর্তিতায় জনগণকে লিখিত বিজ্ঞাপন ও বক্তৃতার মাধ্যমে আহ্বান জানাতে থাকলাম, এই শতাব্দীর শিরোভাগে খোদার পক্ষ হতে ধর্ম সংস্কারের নিমিত্তে যাঁর আগমণ করার কথা ছিল, আমিই সেই ব্যক্তি; যাতে ঐ ঈমান - যা পৃথিবী হতে উঠে গেছে তাকে আবার প্রতিষ্ঠিত করি এবং খোদার পক্ষ থেকে শক্তি লাভ করে তাঁরই কৃপা আকর্ষণে জগদ্বাসীকে পুণ্যকর্ম, খোদাভীতি ও ন্যায়-পরায়ণতার দিকে আকৃষ্ট করি এবং তাদের বিশ্বাসগত ও আমল সংক্রান্ত-ভ্রান্তিসমূহ দূরীভূত করি।

এরপর যখন কয়েক বৎসর অতিবাহিত হল তখন খোদা ওহীর মাধ্যমে সুস্পষ্টরূপে আমার কাছে প্রকাশ করলেন যে, ঐ মসীহ-যিনি আদি হতে এই উম্মতের জন্য প্রতিশ্রুত ছিলেন এবং ঐ শেষ মাহদী-যিনি ইসলামের পতনের যুগে এবং গোমরাহি বিস্তার লাভ করার যুগে সরাসরি খোদার কাছ থেকে হেদায়ত প্রাপ্ত হবেন এবং ঐ ঐশী খাদ্য-সম্ভার নবরূপে মানবজাতির কাছে উপস্থাপন করবেন, তিনি খোদার বিধান অনুযায়ী নিযুক্ত হয়েছেন। আজ হতে তেরশত বৎসর পূর্বে রসুল করীম (সা.) যাঁর শুভ সংবাদ দান করেছেন, সেই ব্যক্তি আমিই। এই ব্যাপারে আল্লাহর বাক্যালাপ ও রহমান খোদার সম্ভাষণ এত সুস্পষ্টরূপে ও অজস্র ধারায় অবতীর্ণ হয়েছে যে, এতে সন্দেহ ও সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। প্রত্যেকটি ঐশী বাণী লৌহ-শলাকার ন্যায় আমার অন্তরে প্রবিষ্ট হচ্ছিল এবং এ সকল ঐশী বাক্যালাপ এরূপ মহান ভবিষ্যদ্বাণীতে পরিপূর্ণ ছিল যে, এই গুলি দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টরূপে পূর্ণ হচ্ছিল। এর ধারাবাহিকতা, বিপুলতা ও অলৌকিক শক্তির নিদর্শন আমাকে একথা স্বীকার করতে বাধ্য করেছে, এইগুলি ঐ এক-অদ্বিতীয় খোদার কালাম, যাঁর কালাম কুরআন শরীফ। এখানে আমি তওরাত ও ইঞ্জিলের নাম নিচ্ছি না। তওরাত ও ইঞ্জিল বিকৃতি সৃষ্টিকারীদের হাতে এতখানি বিকৃত হয়েছে, এখন এগুলিকে খোদার কালাম বলা যায় না। মোট কথা, খোদার ঐ ওহী- যা আমার কাছে অবতীর্ণ হয়েছে, তা এরূপ প্রত্যয়পূর্ণ ও সুনিশ্চিত, এর মাধ্যমে আমি নিজ খোদাকে লাভ করেছি। এই ওহী না কেবলমাত্র ঐশী নিদর্শনের মাধ্যমে 'হাক্কুল ইয়াকিন' (ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ নিশ্চিত বিশ্বাস) এর মর্যাদায় পৌঁছেছে বরং এর প্রতিটি অংশ যখন খোদার তা'লার কালাম কুরআন শরীফের সাথে যাচাই করে দেখা হল, তখন এটি কুরআন শরীফ অনুযায়ী সত্য বলে প্রমাণ হল এবং এর সত্যায়নের জন্য স্বর্গীয় নিদর্শন বারিধারার ন্যায় বর্ষিত হয়েছে।

যেভাবে একথা লিপিবদ্ধ ছিল, এই মাহদীর যুগে রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ হবে, সেভাবে এই দিনগুলিতে রমযান মাসে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ হয়েছে। যেমন কুরআন শরীফে লিপিবদ্ধ আছে এবং পূর্বের নবীগণও এই সংবাদ দিয়েছেন, এই দিনগুলিতে মহামারী ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হবে এবং এমন হবে যে, কোন গ্রাম ও শহর ঐ মহামারী হতে মুক্ত থাকবে না। যেভাবে পাঞ্জাবে এই সময় ব্যাপক আকারে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। বস্তত এরূপই হয়েছে এবং হচ্ছে। যখন এদেশে প্লেগের নাম নিশানা ছিল না, তখন খোদা আমাকে প্লেগের প্রাদুর্ভাবের ২২ বৎসর পূর্বে এটা দেখা দেওয়ার সংবাদ প্রদান করেছেন। এরপর এ-বিষয়ে আমার কাছে বারিধারার ন্যায় ইলহাম হয়েছে। বস্তত নিম্নবর্ণিত ওহীতে খোদা আমাকে এভাবে সম্বোধন করে বলেন, (এই ওহী আরবী ভাষায় হয়েছিল-অনুবাদক)

আরবী ওহীর অনুবাদ: 'খোদার আদেশ আসছে। অতএব তোমরা ত্বরা করো না। এটি শুভ সংবাদ যা আদিকাল থেকে নবীগণ প্রাপ্ত হচ্ছেন। খোদা তার সাথে আছেন, যিনি তাকওয়া অবলম্বন করেন। অর্থাৎ-শিষ্টাচার, লজ্জা এবং খোদা-ভীতির অনুসরণে তিনি ঐ সকল কল্পিত পথকেও পরিত্যাগ করেন যার মধ্যে পাপ ও অকৃতজ্ঞতার ধারণা থাকতে পারে। তিনি নির্ভীকভাবে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন না, বরং তিনি ভয়-ভীতির সাথে কোন কাজ করার ও কথা বলার সংকল্প করেন। খোদা তার সাথে আছেন যারা তাঁর সাথে অকৃত্রিম আচরণ করেন এবং তাঁর বান্দাদের জন্য পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেন। তিনি শক্তিমান ও বিজয়ী। তিনি সব কিছুর উপর বিজয়ী। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। যখন তিনি কোন কিছু চান, তিনি বলেন, 'হও' তখন তা হয়ে যায়।

(তাযকেরাতুশ শাহাদাতাঈন, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃষ্ঠা: ৩,৪)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

শান্তির চাবিকাঠি-বিশ্ব ঐক্য

[সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ঐতিহাসিক ভাষণ]

ব্রাসেলস্, বেলজিয়াম, ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০১২

(শেষ কিস্তি)

শান্তির প্রসারে ইসলামের আরেকটি নীতি হল অন্যের প্রতি কোন অন্যায়-অবিচার বা তাদের কোন অধিকার হরণ হলে আমাদের তা সহ্য করা উচিত না। ঠিক যেভাবে আমরা আমাদের নিজেদের অধিকারের হরণ মেনে নিই না, অন্যদের ক্ষেত্রেও এটি আমাদের মেনে নিতে প্রস্তুত থাকা উচিত না। ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, যখন প্রতিশোধ গ্রহণ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে তখন তা সীমালঙ্ঘণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। কিন্তু, যদি ক্ষমা প্রদর্শনের ফলে সংশোধনের অবকাশ থাকে তবে ক্ষমার পথটি বেছে নেওয়া উচিত। প্রকৃত এবং সবচেয়ে অগ্রগণ্য উদ্দেশ্য সব সময় হওয়া উচিত সংশোধন, সমঝোতা ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তির প্রতিষ্ঠা। অথচ বাস্তবে আজ কি ঘটছে। যদি কেউ কোন ভুল বা অন্যায় করে থাকে, তাহলে আক্রান্ত পক্ষ এমনভাবে প্রতিশোধ নিতে চায় যা সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যের উর্ধ্বে এবং যা মূল সংঘটিত অন্যায়ের চাইতে অনেক গুরুতর।

আজ ঠিক এ বিষয়টিই ইসরায়েল ও ফিলিস্তানের মধ্যে ঘনায়মান সংঘাতের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বড় শক্তিগুলো সিরিয়া, লিবিয়া বা মিশরের পরিস্থিতি নিয়ে খোলাখুলিভাবে তাদের ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে; যদিও এ বিতর্ক করা যায় যে এগুলো মূলত ছিল তাদের আভ্যন্তরীণ সমস্যা অথচ। তাদেরকে (বৃহত শক্তিগুলিকে) ফিলিস্তিনী জনগণের বিষয়ে উদ্বিগ্ন বা অন্ততঃ তাদের তেমনভাবে উদ্বিগ্ন মনে হয় না। এই ডবল স্টান্ডার্ড বা দ্বৈত আচরণের উপলব্ধি মুসলমান দেশগুলোর জনগণের অন্তরে বৃহৎ শক্তিগুলির বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও বিদ্বেষের কারণ হচ্ছে। এ ক্রোধ এবং বিদ্বেষ অত্যন্ত ভয়াবহ এবং এ যে কোন মুহূর্তে এটি উপচে পড়ে বিস্ফোরিত হতে পারে। তার ফলাফল কি হবে? উন্নয়নশীল বিশ্বে কতটুকু ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হবে? তারা কি নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবে? উন্নত দেশগুলো কতটা প্রভাবিত হবে? কেবলমাত্র খোদাই এরূপ প্রশ্নের উত্তর জানেন। আমি এর উত্তর দিতে পারি না। আর কেউ এর উত্তর দিতে পারে না। যেটুকু আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি তা এই যে বিশ্বের শান্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

এটা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে, আমি কোন নির্দিষ্ট একক দেশের অনুকূলে বা পক্ষে কথা বলছি না। আমি যা বলতে চাই তা হল সকল প্রকার নিষ্ঠুরতা, তার অস্তিত্ব যেখানেই হোক না কেন, নির্মূল করতে হবে তা ফিলিস্তিনীদের দ্বারা সংঘটিত হোক বা ইসরায়েলীদের বা অপর কোন মানুষের দ্বারা। নিষ্ঠুরতাসমূহকে অবশ্যই বন্ধ করতে হবে, কেননা যদি এগুলোকে ছড়ানোর সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে সারা পৃথিবীতে ঘৃণার আগুন এভাবে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে যে মানুষ অচিরেই বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটজনিত সমস্যাবলীকে ভূলে যাবে। এর চাইতে বহুগুণ ভীতিপ্রদ এক পরিস্থিতির তারা মুখোমুখি হবে। এত বড় সংখ্যায় প্রাণহানি হবে যে, আমরা তা কল্পনাও করতে পরি না।

সুতরাং ইউরোপীয় দেশগুলোই মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভয়াবহ ক্ষতির শিকার হয়েছে। তাই অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এই বিশ্বকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব মূলত তাদের। এতদুদ্দেশ্যে তাদেরকে ন্যায়ের দাবি পূরণ করতে হবে এবং তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে আন্তরিক হতে হবে। ইসলাম সবসময় ন্যায়সঙ্গত ও পক্ষপাতহীন আচরণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়। এটি শিক্ষা দেয় যে কোন পক্ষকেই বৈষম্য মূলক সুবিধা বা অন্যায় সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। এমন হওয়া উচিত যে, অন্যায়কারী জানবে যে, যদি কোন দেশের প্রতি সে অন্যায় পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্যত হয়, সেই দেশের আকার কা মর্যাদা নির্বিশেষে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তাকে তা করতে দিবে না। যদি জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সুবিধা ভোগকারী রাষ্ট্রসমূহ এবং ঐ সকল দেশ যা বৃহৎ শক্তিগুলোর, এমনকি উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর প্রভাবাধীন রয়েছে সকলে যদি এ নীতি অবলম্বন করে তবে এবং কেবল তখনই, শান্তির উদ্ভব হতে পারে।

উপরন্তু কেবল ঐ সকল রাষ্ট্র, যারা জাতিসংঘে ভেটো প্রদানের অধিকার রাখে, যদি অনুধাবন করে যে তাদের আচরণের দায়ভার তাদেরকে নিতে হবে, তবেই প্রকৃত অর্থে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। বরং আমি আরো একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলব যে, ভেটো প্রদানের অধিকার কখনো শান্তি প্রতিষ্ঠার সুযোগ দিতে বা এর পথকে সুগম করতে পারে না। কেননা স্পষ্টতই সকল দেশের মর্যাদা সমান নয়। ইতিপূর্বে এ বছর যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটাল হিলে নেতৃস্থানীয় রাজনীতিবিদ ও নীতি নির্ধারকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান কালেও আমি এ বিষয়টি চিহ্নিত করেছি। যদি আমরা জাতি সংঘের ভোট প্রদানের ইতিহাসের দিকে তাকাই তবে আমরা দেখি যে ভেটো ক্ষমতা যে সব সময় অত্যাচারিতকে বা যারা ন্যায়সঙ্গত আচরণ করছে তাদের সাহায্য করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এমনটি নয়। বস্তুতঃ আমরা দেখেছি যে, কতক সময়ে ভেটো ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিষ্ঠুরতাকে প্রতিহত করার বদলে সাহায্য সমর্থন করা হয়েছে। এটি কোন গোপন বা অজানা বিষয় নয়; অনেক বিশেষ এ বিষয়ে খোলাখুলি লিখে বা বলে থাকেন।

আরেকটি সুন্দর নীতি যা ইসলাম শেখায় তা এই যে, সমাজে শান্তির জন্য সততা ও ন্যায় বিচারের নীতির উপর ক্রোধকে প্রাধান্য লাভের সুযোগ না দিয়ে প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক একে দমন করা। ইসলামের সূচনা লগ্নের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, প্রকৃত মুসলমানগণ সর্বদা এই নীতির উপর চলেছেন; আর যে কেউ তা করেন নি তিনি মহানবী (সা.) দ্বারা তিরস্কৃত হয়েছেন। তথাপি, আজ দুর্ভাগ্যক্রমে সব সময় এ চিত্র পরিলক্ষিত হয় না। এমন ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে সেনা বাহিনী, যাদেরকে শান্তি প্রতিষ্ঠায় মোতায়েন করা হয়,এমন আচরণ করে থাকেন যা তাদের ঘোষিত লক্ষ্যের সাথে পুরোপুরি সাংঘার্ষিক। উদাহরণস্বরূপ কোন কোন দেশে বিদেশী সৈন্যরা তাদের হাতে নিহতদের মরদেহের সাথে অত্যন্ত অসম্মানজনক ও বীভৎস আচরণ করেছে। এভাবে কি শান্তি স্থাপিত হতে পারে? এরূপ আচরণের প্রতিক্রিয়া কেবল আক্রান্ত দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না, বরং বিশ্ব জুড়ে প্রকাশিত হয়। মুসলিম চরমপন্থীরা এর সুযোগ নেয় এবং বিশ্বের শান্তি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়। যদিও এ (প্রতিক্রিয়া) ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী।

ইসলাম শেখায় যে শান্তি কেবল তখনই প্রতিষ্ঠা সম্ভব যখন অত্যাচারিত এবং অত্যাচারী উভয়কেই এমনভাবে সহায়তা করা হয় যা সম্পূর্ণ পক্ষপাতমুক্ত, গোপন স্বার্থ বর্জিত এবং সকল প্রকার শত্রুভাবাপন্নতা থেকে মুক্ত। শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় সকল পক্ষকে সমান অবস্থান এবং সুষম ক্ষেত্র তৈরী করে দেওয়ার মাধ্যমে।

যেহেতু সময় সীমিত, আমি আর মাত্র একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই, আর তা হল এই যে, ইসলাম এ শিক্ষা দেয় যে, অন্যের ধন সম্পদের দিকে ঈর্ষাকাতর দৃষ্টিতে দেখা উচিত না। যা অন্যের তার প্রতি তোমদের লোভাতুর অনুভূতি থাকা উচিত নয়, কেননা এটিও শান্তি পদদলিত হওয়ার অন্যতম কারণ। যদি সম্পদশালী দেশগুলো স্বল্পোন্নত দেশসমূহের ধন-সম্পদ তাদের (ধনী দেশগুলোর) নিজ প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে আহরণ ও ব্যবহার করতে চায়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই, অস্থিতিশীলতা ছড়িয়ে পড়বে। যেখানে যথাযথ উন্নত দেশগুলো তাদের সেবার বিনিময়ে একটি ছোট ও ন্যায়সঙ্গত অংশ তাদের নিজ চাহিদা পূরণের জন্য নিতে পারে, কিন্তু সম্পদের সিংহভাগ এ সকল অনুন্নত দেশের মানুষের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নের সহায়তাকল্পে ব্যবহৃত হওয়া উচিত। তাদেরকে সমৃদ্ধি অর্জনের সুযোগ দেওয়া উচিত এবং উন্নত বিশ্বের সমমানে উন্নীত হওয়ার প্রয়াসে তাদের সহযোগীতা করা উচিত, কেননা তখনই, এবং কেবল তখইন শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। যদি সেসব দেশের শাসকগণ সৎ না হয়ে থাকে, তবে পাশ্চাত্য বা উন্নত দেশগুলোর উচিত সাহায্য প্রদান করে স্বয়ং সেই দেশের উন্নয়নে তদারকী ও তত্ত্বাবধান করা।

আরও অসংখ্য বিষয় আছে যেগুলো আমি আলোচনা করতে পারতাম, কিন্তু সময়ের সীমাবদ্ধতার দিকে দৃষ্টি রেখে যেটুকু উল্লেখ করেছি তার মধ্যেই আমি নিজেকে সীমিত রাখবো। নিশ্চিতভাবে আমি যা কিছু বর্ণনা করেছি তাই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রতিনিধিত্ব করে।

একটি প্রশ্ন আপনাদের হৃদয়ে উত্থিত হতে পারে আর তাই আমি আগেই তার উত্তর দিয়ে দিই। আপনারা বলতে পারেন যে, যদি এগুলোই ইসামের প্রকৃত শিক্ষা হয়ে থাকে, তাহলে মুসলিম বিশ্বে আমরা কেন এত বিভেদ ও বিশৃঙ্খলা দেখে থাকি? এর উত্তর আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। একজন সংস্কারকের আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তারা কথা বলে, যাকে আমরা

এরপর সাতের পাতায়....

জুমআর খুতবা

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এখন পৃথিবীর বেশ কিছু দেশে জামেয়া আহমদীয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেখান থেকে মুরব্বীরা নিজেদের পড়াশোনা শেষ করে কর্ম ক্ষেত্রে এসে গেছেন এবং আসছেন।

জামা'তে মুরব্বী এবং মুবাল্লেগদের প্রয়োজন রয়েছে। আর এই প্রয়োজন অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে, বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই যত বেশি সম্ভব ওয়াকফে-নওদের জামেয়া আহমদীয়ায় পড়াশোনা করার জন্য আসা উচিত। পিতা-মাতারা শৈশব থেকেই ছেলেদের মনোযোগ এদিকে আকর্ষণ করুন এবং তাদের তরবিয়ত করুন। এমনভাবে তাদের তরবিয়ত করুন যেন তাদের মাঝে জামেয়ায় ভর্তি হওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

মুরব্বীদেরকে প্রথম কথা হিসেবে স্মরণ রাখা উচিত যে, ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকে যাকেই তাদের উপর নিযুক্ত করা হয়েছে, তার আনুগত্য করতে হবে এবং আনুগত্যের এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে।

প্রেসিডেন্ট এবং আমীরদেরকেও আমি বলব যে, মুরব্বীদের সম্মান এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব আপনাদের। আর যেকোন জামা'তে আমীর এবং প্রেসিডেন্টেরই মুরব্বীর প্রতি সবচেয়ে বেশি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনকারী এবং সহযোগিতাও পরামর্শের ভিত্তিতে কর্ম সম্পাদনকারী হওয়া উচিত। একইভাবে অন্যান্য পদধারীরাও যেন নিজ নিজ গণ্ডিতে মুরব্বী বা মুবাল্লেগের সহযোগিতা করে। আর মুরব্বীও যেন পূর্ণ বিনয় এবং তাকওয়ার সাথে জামা'তের প্রেসিডেন্ট ও আমীরের সাথে পুরোপুরি সহযোগিতা করে।

জামা'তের খেদমতের ক্ষেত্রে তাকওয়াই প্রকৃত এবং গ্রহণযোগ্য খেদমতের সামর্থ্য দিতে পারে।

প্রেসিডেন্ট ও আমীর এবং পদধারী বা ওহদাদার যারা রয়েছেন, আপনারা মুরব্বী এবং ওয়াক্‌ফে জিন্দেগীদের সাথে আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরম বিনয় এবং সহযোগিতার চেতনা ও প্রেরণাকে বৃদ্ধি করুন, যেন ভবিষ্যতে মুরব্বী বা মুবাল্লেগ পাওয়া সহজ হয়। আমি যেভাবে বলেছি, আমাদের অনেক বেশি মুবাল্লেগ ও মুরব্বীর প্রয়োজন। আর যুবক শ্রেণির হৃদয়ে যেন আরো বেশি হারে মুরব্বী এবং মুবাল্লেগ হওয়া এবং জীবন উৎসর্গ করার প্রেরণা সঞ্চার হয়।

ওয়াক্‌ফীনে নও যুবকদের আর কর্মক্ষেত্রে কর্মরত যুবক মুরব্বী-মুবাল্লেগদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই যে, এ পৃথিবীর মানুষ আপনাদের পদমর্যাদা বুঝুক বা না বুঝুক, কোন প্রেসিডেন্ট, আমীর বা পদধারী, বরং জামা'তের কোন সভ্য বা সদস্য আপনাদের মর্যাদা না দিক, আপনারা খোদার সাথে ত্যাগের বা কুরবানীর যে অঙ্গীকার করেছেন, পরিচ্ছন্ন এবং সুস্থ্য মন-মানসিকতা নিয়ে তা রক্ষা করুন।

ওহদাদার, বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট এবং আমীরগণ এ কথাও স্মরণ রাখবেন যে, জামা'তের সভ্য এবং সদস্যদের জন্যও সর্বদা প্রেম, ভালোবাসা এবং আন্তরিকতার ডানা প্রসারিত করুন। জামা'তের কোন পদ বা কোন ওহদাাদের মাঝে কোন প্রকার অহংকার সৃষ্টির জন্য নয়, বরং বিনয় বৃদ্ধির জন্য। তাই খোদাভীতিকে হৃদয়ে স্থান দিয়ে এবং পরম বিনয়ের সাথে ইনসাফের দাবি পূর্ণ করে প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রতিটি কর্ম সম্পাদনের চেষ্টা করা উচিত।

অঙ্গ-সংগঠনের কর্মকর্তরাও নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হোন। প্রত্যেক ওহদাদার বা পদধারীর উচিত ধর্ম-সেবাকে বা ধর্মের খিদমতের সুযোগকে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ মনে করে করা এবং পরস্পরের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসার করা।

জামা'তের ব্যবস্থাপনায় প্রেসিডেন্ট, আমীর এবং অঙ্গ-সংগঠনেরও পারস্পরিক সহযোগিতা থাকা উচিত। যদি এই পারস্পরিক সহযোগিতা থাকে এবং সকল অঙ্গ-সংগঠন ও জামা'তের ব্যবস্থাপনা যদি সক্রিয় হয় তাহলে জামা'তের উন্নতির গতি বহুগুণ বৃদ্ধি পেতে পারে।

জামা'তের সদস্যদেরকেও আমি বলতে চাই যে, তাদেরও নিজেদের তাকওয়ার মানকে উন্নত করা উচিত। পুণ্য এবং তাকওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতার নির্দেশ তাদের জন্যও দেওয়া হয়েছে। জামা'তের সদস্যদের তাকওয়া এবং পুণ্যের মান উন্নত হলে আপনা আপনিই নেকী এবং তাকওয়ার পথে বিচরণকারী ওহদাদার লাভ হবে।

এতায়াতের প্রেক্ষাপটে জামা'তের প্রতিটি সভ্য এবং সদস্যের উপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে, তাদের তা-ও পালন করা উচিত। এটি এমন এক দায়িত্ব যা জামা'তের প্রতিটি সভ্যের কাঁধে ন্যস্ত, অর্থাৎ তোমরা আনুগত্য কর। আপনাদের এতায়াতের দৃষ্টান্ত জামা'তের সাথে আপনাদের সম্পর্ক দৃঢ় করার পাশাপাশি আপনাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত রাখবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের তাকওয়া ও পুণ্যের মানও উন্নত হবে।

কুরআন মজীদ, হাদীস এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণীর আলোকে আমীর, সদর, জামাতী অঙ্গসংগঠনসমূহের পদধারীগণ এবং মুরুব্বী ও মুয়াল্লিমগণের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশাবলী।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে **প্রদত্ত ১০ মার্চ , ২০১৭, এর জুমুআর খুতবা (১০আমান, ১৩৯৬ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ,তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এখন পৃথিবীর বেশ কিছু দেশে জামেয়া আহমদীয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেখান থেকে মুরব্বীরা নিজেদের পড়াশোনা শেষ করে কর্ম ক্ষেত্রে এসে গেছেন এবং আসছেন। ইতোপূর্বে কেবল রাবওয়া এবং কাদিয়ানেই জামেয়া ছিল, যেখান থেকে শাহেদ ডিগ্রিধারী মুরব্বী লাভ হতো। কয়েক দিন পূর্বে এখানে যুক্তরাজ্যের জামেয়াতেও এখান থেকে সদ্য পাশ করা ছাত্রদের সমাবর্তন অনুষ্ঠান ছিল। এটি যুক্তরাজ্য এবং কানাডার জামেয়া থেকে সদ্য পাশকৃত ছাত্রদের যৌথ সমাবর্তন অনুষ্ঠান ছিল। এরা শাহেদ ডিগ্রি লাভ করে নিজেদেরকে মুরব্বী হিসেবে জামা'তের সেবা করার জন্য আত্মোৎসর্গকারী সেই শ্রেণী যারা এখানে পাশ্চাত্যের সমাজে লালিত-পালিত হয়েছে এবং বড় হয়েছে, আর স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে তারা জামেয়ায় অধ্যয়নের জন্য নিজেদেরকে

উৎসর্গ করেছে এবং সফল হয়েছে। এদের অধিকাংশ, বরং প্রায় সকলেই ওয়াক্‌ফে-নও স্কীমের অন্তর্ভুক্ত। পাশ্চাত্যে বসবাস করা সত্ত্বেও, যেখানে বস্তুবাদিতা এবং জাগতিক সমৃদ্ধি চরম পর্যায়ে রয়েছে, জীবন উৎসর্গ করে আল্লাহ্ তা'লার ধর্মের সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য নিজেদেরকে উপস্থাপন করা নিঃসন্দেহে তাদের পুণ্যবান হওয়া এবং ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গীকার পূর্ণ করার বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, এটি খোদার কৃপা ছাড়া কোনভাবেই সম্ভব নয়। তাই তাদেরকেও এবং যারা এখন পাশ্চাত্যের বিভিন্ন জামেয়ায় পড়াশুনা করছে নিজেদের মাঝে বিনয়ের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে এটিকে সম্পূর্ণভাবে খোদার কৃপা জ্ঞান করা উচিত, সাধারণত জামেয়ায় যারা অধ্যায়নরত রয়েছে। আর তাঁর সামনে সেজদাবনত থেকে সব সময় তাঁর কৃপার ভিক্ষা চাওয়া উচিত।

অনুরূপভাবে জামেয়া আহমদীয়ার Convocation-এ আমি একথাও বলেছিলাম যে, জামা'তে মুরব্বী এবং মুবাল্লেগদের প্রয়োজন রয়েছে। আর এই প্রয়োজন অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে, বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই যত বেশি সম্ভব ওয়াক্‌ফে-নওদের জামেয়া আহমদীয়ায় পড়াশোনা করার জন্য আসা উচিত। পিতা-মাতারা শৈশব থেকেই ছেলেদের মনোযোগ এদিকে আকর্ষণ করুন এবং তাদের তরবিয়ত করুন। এমনভাবে তাদের তরবিয়ত করুন যেন তাদের মাঝে জামেয়ায় ভর্তি হওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

এখন রাবওয়া এবং কাদিয়ান ছাড়াও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় যুক্তরাজ্য এবং জার্মানিতেও জামেয়া রয়েছে, যাতে ইউরোপে বসবাসকারীরা শিক্ষা অর্জন করতে পারে। কানাডায়ও জামেয়া আহমদীয়া রয়েছে।সেখানে এর জন্য রীতিমত সরকারী বিভাগ থেকে অনুমতি পাওয়া গেছে। সেইসাথে সেখানে পৃথিবীর অন্য কিছু দেশ থেকেও ছাত্ররা আসতে পারে এবং এসেছে আর পড়াশোনা করছে। ঘানায়ও জামেয়া আহমদীয়া রয়েছে। এ বছর সেখান থেকেও তাদের প্রথম ব্যাচ পাশ করে বের হবে ইনশাআল্লাহ্। এখন বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ছাত্ররা সেখানে শিক্ষাধীন রয়েছে। বাংলাদেশেও জামেয়া আহমদীয়া রয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার জামেয়া আহমদীয়াকে শাহেদ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

অতএব, ওয়াক্‌ফে নও ছেলেদের চেষ্টা করা উচিত তারা যেন জামেয়ায় ভর্তি হয়। আর আমি যেমনটি বলেছি,এর জন্য তাদের পিতা-মাতার উচিত হবে তাদেরকে সার্বিকভাবে প্রস্তুত করা। পৃথিবীর বিভিন্ন জামেয়ায় সংকুলানের যতটা সুযোগ আমাদের রয়েছে, কমপক্ষে সেই পুরো সুযোগকে কাজে লাগোনো উচিত। কেবল তবেই এখন মুরব্বী এবং মুয়াল্লেমের যে ঘাটতি রয়েছে তা আমরা পূর্ণ করতে পারব।

এখন আমি কর্মক্ষেত্রে যোগদানকারী মুরব্বীদের মাথায় যেসব প্রশ্ন আসে এবং যা তারা জিজ্ঞেসও করে, সেগুলোর উল্লেখ করতে চাই। এসব মুরব্বী এবং মুবাল্লেগদেরকে তো আমি উত্তর দিয়েই থাকি বা তাদের প্রশ্নের উত্তর দিই, কিন্তু এখানে উল্লেখ করা এ জন্য আবশ্যক যে, জামা'তের ব্যস্থাপনায় যে সমস্ত ওহদাদার বা পদধারীরা রয়েছে, তারাও যেন জানতে পারে যে, পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কিভাবে তাদেরকে কাজ করতে হবে। অর্থাৎ মুরব্বী, মুয়াল্লেম এবং পদধারীদের পারস্পরিক সহযোগিতা, বিশেষ করে আমীর এবং প্রেসিডেন্টদের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য। কেননা, অনেক সময় পদধারীদের সাথে ভুল-বোঝাবুঝির কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে উত্তেজনা দেখা দেয়। পরস্পরের মাঝে পূর্ণ সহযোগিতার সম্পর্ক থাকে না, বা এক শ্রেণীর মাথায় এই ধারণা জন্মে যে, সহযোগিতা করা হচ্ছে না।

মুরব্বীরা এই প্রশ্ন করেন যে, আমাদের কাজে জামা'তের প্রেসিডেন্ট কতটা হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাখে? আমাদের সীমা কতটুকু আর তাদের সীমা কতটুকু?অনেক সময় মুরব্বী একটি কথা তরবিয়ত বা প্রশিক্ষণের দৃষ্টিকোণ থেকে ভাল মনে করে আর সেই সুবাদে জামা'তে এটিকে প্রচলিত করার চেষ্টা করলে জামা'তের প্রেসিডেন্ট বলেন যে, এটি এভাবে করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। বা কোন কোন প্রেসিডেন্ট নিজেদের প্রকৃতি এবং স্বভাবের দৃষ্টিকোণ থেকে আর এক দীর্ঘকাল প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করার কারণে মনে করেন যে, তারা যা বলেন সেটিই সঠিক, আর মুরব্বীকে তাদের ইচ্ছা অনুসারেই চলা উচিত। আর অনেক সময় মানুষের সামনেই মুরব্বীকে এমনভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেন বা এমনভাবে কথা বলেন যা অশোভন এবং বলা উচিত নয়। আর যুবক মুরব্বী এটিকে অপছন্দ করে এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় বা অসম্মান বোধ করে, কিংবা উত্তরে কিছু বলেও বসতে পারে।

অতএব মুরব্বীদেরকে প্রথম কথা হিসেবে স্মরণ রাখা উচিত যে, ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকে যাকে তাদের উপর নিযুক্ত করা হয়েছে, তার আনুগত্য করতে হবে এবং আনুগত্যের এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। আর এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটলে নীরব থাকতে হবে, যেন জামা'তের সদস্যদের উপর বিরূপ প্রভাব না পড়ে। জামা'তে যেন অশান্তি এবং উত্তেজনাকর পরিস্থিতির উদ্ভব না হয়। যদি কোন ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি হয় তাহলে নিজেদের ন্যাশনাল আমীর বা প্রেসিডেন্টকে বলা উচিত অথবা কেন্দ্রে অবহিত করা উচিত। এছাড়া আমাকেও লিখতে পারে।

অনুরূপভাবে প্রেসিডেন্ট এবং আমীরদেরকেও আমি বলব যে, মুরব্বীদের সম্মান এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব আপনাদের। আর যেকোন জামা'তে আমীর এবং প্রেসিডেন্টেরই মুরব্বীর প্রতি সবচেয়ে বেশি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনকারী এবং সহযোগিতা ও পরামর্শের ভিত্তিতে কর্ম সম্পাদনকারী হওয়া উচিত। একইভাবে অন্যান্য পদধারীরাও যেন নিজ নিজ গণ্ডিতে মুরব্বী বা মুবাল্লেগের সহযোগিতা করে। আর মুরব্বীও যেন পূর্ণ বিনয় এবং তাকওয়ার সাথে জামা'তের প্রেসিডেন্ট ও আমীরের সাথে পুরোপুরি সহযোগিতা করে।

আমাদের উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ জামা'তের সদস্যদের তালীম ও তরবীয়ত করা, তাদের মাঝে জামা'তের ব্যবস্থাপনার জন্য শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করা, তাদেরকে খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত করা এবং তাদের মাঝে একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা ও ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে পৃথিবীতে প্রচার করা। এতে সীমা রেখা এবং কর্তৃত্বের প্রশ্ন নেই। পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করা উচিত, আর এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার এই মৌলিক নির্দেশকে দৃষ্টিগোচর রাখা চাই যে, تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى (সূরা আল্-মায়েদা:০৩) অর্থাৎ পুণ্য এবং তাকওয়ার কাজে পরস্পর সাহায্য কর। সবাই জানে যে, যেই দৃষ্টিকোণ থেকেই জামা'তের খেদমত বা সেবা করার তৌফিক লাভ হোক না কেন, এর চেয়ে বড় আর কোন পুণ্য নেই। আর সেই খেদমতের জন্য তাকওয়াও আবশ্যক। জামা'তের খেদমতের ক্ষেত্রে তাকওয়াই প্রকৃত এবং গ্রহণযোগ্য খেদমতের সামর্থ্য দিতে পারে। এই কাজটিই হল খোদাভীতির ভিত্তিতে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের কাজ। অতএব, মুরব্বী এবং পদধারীদের জন্য যে সীমারেখা নির্ধারিত হয়েছে তা হল, পুণ্যার্জন করা এবং তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া, যেন পারস্পরিক ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্ববোধের সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পাশাপাশি জামা'তের জ্ঞানগত এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রেও উভয়ে স্ব-স্ব ভূমিকা রাখতে পারে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার বলেছেন যে, تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى -এর অর্থ হল দুর্বল ভাইদের বোঝা নিজের কাঁধে বহন কর। কর্মের ক্ষেত্রে এবং ঈমানের ক্ষেত্রে আর অর্থনৈতিক দুর্বলতার ক্ষেত্রেও তাদের অংশীদার হও। নিজ ভাইয়ের দৈহিক দুর্বলতারও চিকিৎসা কর। আর এটি তখনই সম্ভব, যখন জামা'তের সদস্যদের জন্য হৃদয়ে বেদনা লালন করে জামা'তের পদধারী এবং মুরব্বী উভয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করবে। কর্মের বাব্যবহারিক দুর্বলতা আর ঈমানী দুর্বলতায় অংশীদার হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তুমিও তার মত দুর্বল হয়ে যাও। বরং এর অর্থ হল, কর্মের এবং ঈমানের দুর্বলতা দূরীভূত করার জন্য প্রেসিডেন্ট ও পদধারীরা নিজ নিজ গন্ডিতে কাজ করবে, আর ধর্মীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে ভালো অবস্থানে থাকার কারণে এবং তরবিয়তের ক্ষেত্রে খলীফায়ে ওয়াক্তের প্রতিনিধি হিসেবে মুরব্বীরা নিজেদের দায়িত্ব পালন করবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সমধিক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, কোন জামা'ত প্রকৃত জামা'ত হিসেবে আখ্যায়িত হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত শক্তিশালীরা দুর্বলদের জন্য তাদের অবলম্বন না হবে। অতএব, জামা'তে ব্যবস্থাপনা গঠনের উদ্দেশ্য হল জামা'তের সদস্যদের আধ্যাত্মিক, জ্ঞানগত এবং দৈহিক উন্নতির জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

তিনি (আ.) বলেন, বড়রা যেন ছোটদের সেবা করে, আর কোমলতার সাথে ব্যবহার করে। এটি যেখানে জামা'তের সদস্যদের সাথে পদধারী, বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট ও আমীরের সম্পর্কের গণ্ডির বিষয়ে জরুরী বিষয়, সেখানে জামা'তের প্রেসিডেন্ট এবং মুরব্বীর পারস্পরিক সম্পর্কের জন্যও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, নেকী এবং তাকওয়ার ভিত্তিতে একে অন্যের সাথে ব্যবহারের কারণে জামা'তের সদস্যদের সামনে উত্তম আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবে, যা জামা'তের সদস্যদের জ্ঞানজত এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আবশ্যক।

দেখা গেছে যে, অনেক সময় প্রেসিডেন্ট বা ওহদাদার এবং মুরব্বীদের পারস্পরিক সম্পর্কে যদি হালকা টানাপোড়েন থাকে বা পরস্পরের মাঝে সামান্য অভিযোগও যদি সৃষ্টি হ য় তাহলে শয়তান সেখানে নাক গলানোর চেষ্টা করে। আর পুণ্য ও তাকওয়ার মূল সেখানে দোদুল্যমান হতে থাকে। কিছু লোক মুরব্বীর প্রতি সহানুভূতিশীল সেজে তাকে বলে যে, তোমার সাথে জামা'তের প্রেসিডেন্ট ভালো ব্যবহার করে নি। আর কিছু মানুষ প্রেসিডেন্টকে বলে যে, মুরব্বীর এমন আচরণ প্রদর্শন করা ঠিক হয় নি। যাদের সংশোধন করা জামা'তের প্রেসিডেন্ট এবং মুরব্বীর কাজ ছিল, তাদের মধ্য থেকেই কতক মুরব্বী এবং প্রেসিডেন্টের মাঝে দূরত্ব বৃদ্ধির চেষ্টা করে। আর এর ফলশ্রুতিতে মানুষের মাঝে এক প্রকার অস্থিরতা এবং উত্তেজনা তৈরী হয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন,

"সেই জামা'ত প্রকৃত জামা'ত হিসেবে গণ্য হতে পারে না, যারা একে অপরের পিছনে লাগে, আর চারজন এক জায়গায় বসলে তাদের একজন নিজ ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে এবং সমালোচনা আরম্ভ করে। তিনি (আ.) বলেন, এটি কোনভাবেই হওয়া উচিত নয়, বরং একত্রিত হওয়ার ফলে শক্তি লাভ হওয়া উচিত এবং শক্তিশালী হয়ে উঠা উচিত। (অর্থাৎ একত্রিত হও এবং এক হয়ে যাও যেন শক্তি সৃষ্টি হয়, এতে শক্তি সৃষ্টি কর।) আর ঐক্য সৃষ্টি হওয়া উচিত, যার ফলে ভালোবাসা সৃষ্টি হয় এবং আশিস লাভ হয়।"

তিনি (আ.) বলেন, "নৈতিক গুণাবলীর গণ্ডিকে বিস্তৃত করা উচিত। আর এটি তখন সম্ভব হয় যদি সর্বত্র সহমর্মিতা, সহানুভূতি, ভালোবাসা, মার্জনা এবং দয়ার প্রসার করা হয় আর সকল অভ্যাসের উপর স্নেহ বা দয়া-মায়া এবং দুর্বলতা ঢেকে রাখার বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। মানুষের মাঝে যত অভ্যাস বিদ্যমান, আর বিশেষ করে ওহদাদার এবং মুরব্বী, যাদের উপর অনেক বড় দায়িত্ব ন্যাস্ত রয়েছে, তাদের কাজ হল দয়া-মায়া, সহানুভূতি এবং দুর্বলতা ঢেকে রাখার বৈশিষ্ট্যকে সব অভ্যাসের উপর প্রধান্য দেওয়া। অন্যদের প্রতি সহানুভূতি ও কৃপার বৈশিষ্ট্য তোমাদের ভিতর যেন সবচেয়ে বেশি থাকে।একে অন্যের দুর্বলতা গোপন করার বৈশিষ্ট্য তোমাদের মাঝে যেন সবচেয়ে বেশি থাকে। তিনি বলেন, তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় এত কঠোরভাবে পাকড়াও করা উচিত নয়, যা মনোমালিন্য এবং হৃদয় বিদারণের কারণ হতে পারে।"

(মালফুাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৪৭-৩৪৮)

এই উদ্ধৃতি উপস্থাপনের অর্থ এই নয় যে, খোদা না করুন, জামা'তের পদধারী, বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট, আমীর এবং মুরব্বী-মুয়াল্লেমদের মাঝে সচরাচর মতভেদ দেখা যায়। না, বিষয় মোটেই এমন নয়। দু'একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হয়তো ঘটে। আমার কাছে বছরে হয়তো দু'একবারই এমন কথা আসে। এই সমস্ত কথা এত স্পষ্টভাবে আমি এই জন্য বললাম, যেন প্রেসিডেন্ট, আমীর এবং মুরব্বীরা বুঝতে পারেন বা তাদের মাঝে যেন এই চেতনা সৃষ্টি হয় যে, তাদের কাজ অনেক বেশি বা তাদের কর্মের গণ্ডি অতি ব্যাপক। আর এক মহান উদ্দেশ্য আমাদেরকে হাতছানি দিচ্ছে। আর আল্লাহ্ না করুন, কখনো পরস্পর মতভেদ সৃষ্টি হলেও তাৎক্ষণিকভাবে তার সমাধান হওয়া উচিত। কেননা, অনেক সময় দেখা গেছে যে, পারস্পরিক মতভেদ পরস্পরের গণ্ডিতে আর সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং জামা'তের সদস্যদের উপরও এর বিরূপ প্রভাব পড়ে। আর যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি, শয়তান এটিকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করে বা পূর্ণ সুযোগ নেয়। অতএব সর্বদা উভয় পক্ষ যেন এই মহান উদ্দেশ্যকে নিজেদের সামনে রাখেন যে, জামা'তের জ্ঞানজ্ঞত,আধ্যাত্মিক এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তরবীয়তের যে দায়িত্ব তাদের উপর ন্যাস্ত হয়েছে, তা উভয়ের ঐক্যবদ্ধ হয়ে পালন করতে হবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এটি বলেছেন যে, সঠিক ফলাফল তখনই লাভ করা যেতে পারে যখন পরস্পর মিলেমিশে কাজ করা হবে। তিনি বলেন, যে কাজ দুই হাতের সম্মিলিতভাবে করা উচিত, তা কেবল এক হাতে সমাধা হওয়া সম্ভব নয়। আর যে পথ দুই পা একত্রে অতিক্রম করে, তা একটি মাত্র পা দ্বারা কখনোই অতিক্রান্ত হওয়া যেতে পারে না। অনুরূপভাবে, আমাদের সামাজিক জীবন এবং পারলৌকিক জীবনের যাবতীয় সাফল্য সহযোগিতার উপরই নির্ভর করে। কোন মানুষ ধর্মীয় এবং জাগতিক কোন কাজ একা সমাধা করতে পারে কী? মোটেই নয়। ধর্মীয় হোক বা জাগতিক, কোন কাজই পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া হতে পারে না।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৯)

তিনি (আ.) আরো বলেন, আর বিশেষ করে সেই কাজ, যার উদ্দেশ্য অতি মহান, এর জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা তো একান্ত আবশ্যক। "

(বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৯)

তাই প্রেসিডেন্ট এবং আমীরেরও সমস্ত কর্তৃত্ব নিজ হাতে রেখে নিজের ইচ্ছা চাপানোর চেষ্টা করা উচিত নয়, আর মুরব্বীদেরও নিজের মতামতকে সঠিক জ্ঞান করে তার উপর আমল করা বা করানোর চেষ্টা করা উচিত নয়। বরং পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করা উচিত। আর মুরব্বীর উপর যেহেতু জামা'তের তরবীয়ত বা প্রশিক্ষণের দায়িত্ব রয়েছে, আর যেভাবে আমি পূর্বেই বলেছি যে, তার ধর্মীয় জ্ঞানও যেহেতু বেশি বা সচরাচর বেশি হয়ে থাকে এবং তা-ই হওয়া উচিত, আর তার ধর্মীয় জ্ঞান ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধিও করা উচিত এবং আধ্যাত্মিকতায়ও উন্নতির চেষ্টা করতে থাকা উচিত, তাই তার তাকওয়ার মান সাধারণ মানুষের চেয়ে উন্নত হওয়া চাই। এ বিষয়টি যদি মুরব্বীরা অনুধাবন করে আর সে অনুসারে কাজ করে, তাহলে ওহদাদার বা পদধারী এবং জামা'তের সদস্যদের মাঝে নিজ থেকেই মুরব্বীর এক পদমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে।

জামা'তের প্রেসিডেন্ট এবং আমীরদের স্মরণ রাখা উচিত যে, ব্যবস্থাপনার প্রধান হওয়ার কারণে জামা'তের ব্যবস্থাপনাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা তাদের দায়িত্ব , আর এ কাজে খলীফা ওয়াক্ত তাদেরকে নিজের প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। একইভাবে জামা'তের ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক কল্যাণ ও উন্নতি এবং এর জন্য সকল সম্ভাব্য উপায়-উপকরণকে কাজে নিয়োজিত করার দায়িত্ব হল মুরব্বীদের, আর এ ক্ষেত্রে তারাও খলীফায়ে ওয়াক্তের প্রতিনিধি। অতএব আমীর, প্রেসিডেন্ট এবং অন্যান্য মুরব্বীদের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতা থাকা উচিত, আর এক বিশেষ পরিকল্পনার অধীনে তাদের কাজ করা উচিত। কেবল তবেই ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তারা জামা'তকে দৃঢ়তর করে তুলতে পারবে, আর আধ্যাত্মিকতা এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রেও উন্নতি হতে থাকবে।

আমি পূর্বেও সংক্ষেপে বলেছি, পুনরায় বলছি যে, প্রেসিডেন্ট, আমীর এবং জামা'তের সমস্ত ওহদাদারদের কাজ, বরং দায়িত্ব হল, মুবাল্লেগীন, বরং সকল ওয়াক্ফে জিন্দেগীর জন্য নিজেদের হৃদয়েও শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করা এবং জামা'তের সদস্যদের হৃদয়েও তাদের প্রতি শ্র দ্ধাবোধ এবং সম্মান প্রতিষ্ঠা করা। তাদের সম্মান করা এবং সম্মান করানো, এটি আপনাদের কাজ। যেন মুরব্বী, মুবাল্লেগ এবং ওয়াক্ফে জিন্দেগীদের গুরুত্ব স্পষ্ট হয়, আর আরো অধিক হারে যুবকরা যেন জামা'তের সেবায় নিজেদেরকে উপস্থাপন করে।

নিঃসন্দেহে ধর্ম সেবার জন্য জীবন উৎসর্গ করা এবং মুরব্বী ও মুবাল্লেগ হওয়া খোদার সন্তুষ্টির জন্য হয়ে থাকে। কিন্তু এই বুৎপত্তি এবং এই বোঝাপড়া ক্রমান্বয়ে উন্নতি করে। যুবক ওয়াক্ফীনে নওদেরও ক্ষেত্রে ১০০ ভাগ বা পুরোপুরি নিজেদেরকে এই সেবার জন্য পেশ করতে হলে বাহ্যিক অনুপ্রেরণারও প্রয়োজন, যা তাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে। এটি মানব প্রকৃতিরই অংশ, যা অস্বীকার করা যায় না। আর একবার যখন ওয়াক্ফ এবং জামা'তের সেবার প্রেরণা তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়ে যায়, প্রথম দিকে যদিও অনুপ্রেরণার কোন কারণ বা সুযোগ দরকার হয়, কিন্তু এই প্রেরণা যখন সৃষ্টি হয়ে যায়, আর সব কাজের ক্ষেত্রে মানুষ যদি এটি বুঝে যে, আমি খোদার খাতিরে তা করছি, তাহলে ওয়াক্ফের কল্যাণে ক্রমাগতভাবে আধ্যাত্মিক উন্নতিও হতে থাকে। এছাড়া একজন ওয়াক্ফে জিন্দেগী জগতের মানুষের ব্যবহার কেমন সেদিকে তাকায় না, আর তাকানো উচিতও নয়। আর এটিই প্রকৃত ওয়াক্ফ-এর চেতনা ও প্রেরণা।

অতএব প্রেসিডেন্ট ও আমীর এবং পদধারী বা ওহদাদার যারা রয়েছেন, আপনারা মুরব্বী এবং ওয়াক্ফে জিন্দেগীদের সাথে আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরম বিনয় এবং সহযোগিতার চেতনা ও প্রেরণাকে বৃদ্ধি করুন, যেন ভবিষ্যতে মুরব্বী বা মুবাল্লেগ পাওয়া সহজ হয়। আমি যেভাবে বলেছি, আমাদের অনেক বেশি মুবাল্লেগ ও মুরব্বীর প্রয়োজন। আর যুবক শ্রেণির হৃদয়ে যেন আরো বেশি হারে মুরব্বী বা মুবাল্লেগ হওয়া এবং জীবন উৎসর্গ করার প্রেরণা সঞ্চার হয়।

ওয়াক্ফীনে নও যুবকদের আর কর্মক্ষেত্রে কর্মরত যুবক মুরব্বী-মুবাল্লেগদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই যে, এ পৃথিবীর মানুষ আপনাদের পদমর্যাদা বুঝুক বা না বুঝুক, কোন প্রেসিডেন্ট, আমীর বা পদধারী, বরং জামা'তের কোন সভ্য বা সদস্য আপনাদের মর্যাদা না দিক, আপনারা খোদার সাথে ত্যাগের বা কুরবানীর যে অঙ্গীকার করেছেন, স্বচ্ছ এবং সুস্থ্য মন-মানসিকতা নিয়ে তা রক্ষা করুন। আপনাদের দৃষ্টি এ কথার উপর

থাকা চাই যে, প্রথমে জন্মের পূর্বে আমার পিতা-মাতা আমাকে উৎসর্গ করেছেন, আর এরপর যৌবনে পদার্পণ করে আমি নিজে আমার ওয়াক্‌ফ নবায়ন করেছি। তাই আমি এই পৃথিবীর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবো না, বরং আমার দৃষ্টি থাকবে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি। আর খোদার জামা'তের প্রয়োজনের প্রতি আমার দৃষ্টি রাখতে হবে। তাই আমি জামেয়ায় যাওয়ার জন্য নিজেকে পেশ করব। আর মুবাল্লেগ ডিগ্রি লাভের পর সব বিষয়ে খোদার সামনে বিনত হতে হবে, মানুষের আচার-ব্যবহারের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না।

অর্থাৎ মানুষ তো এমনিতেই সবসময় আল্লাহ্‌র সামনে বিনত হয় এবং তাই হওয়া উচিত, কিন্তু এখানে আমার কথার অর্থ হল, তখন এটি দেখা উচিত নয় যে, কোন ওহদাদার কী বলছে? আর এমন কোন অভিযোগ হৃদয়ে দানা বাঁধলেও তা মানুষকে বলার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র সামনে সিজদাবনত হতে হবে। মানুষের আচার-আচরণের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না। একজন ওয়াক্‌ফে জিন্দেগী নিজের সারা জীবন উৎসর্গ করে। সে খোদার ধর্মের সেবার জন্য নিজের পুরো জীবন উৎসর্গ করেছে। কিন্তু একজন ওহদাদার বা পদধারী ব্যক্তিকে কয়েক বছরের জন্য সাময়িকভাবে সেই পদে নিযুক্ত করা হয়। অতএব সেই ওহদাদার যদি জামা'তের জন্য কল্যাণকর সত্তায় পরিণত না হয়, আর সহযোগিতার পরিবর্তে যদি সমস্যা সৃষ্টি করে, তাহলে যেহেতু মুরব্বীদের এটিও দায়িত্ব যেন তারা ওহদাদারদের জন্য দোয়া করে, তারা যেন সঠিক পথে চলে। অতএব আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন এমন ওহদাদার থেকে নিস্তার দেন । খোদা তা'লা আলেমুল গায়েব বা অদৃশ্যে জ্ঞাত এবং সর্বশক্তির আধার। তাঁর পবিত্র দৃষ্টিতে যদি কোন ওহদাদার বা পদধারীকে তার পদ থেকে অপসরণ করা কল্যাণকর হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ্‌তা'লা এমনটিই করবেন। আর যদি খোদার দৃষ্টিতে সেই ওহদাদার বা পদাধারীর অন্য কিছু গুণাবলীর কারণে জামা'তের সেবায় নিয়োজিত থাকাই কল্যাণকর হয়ে থাকে তাহলে খোদা তা'লা দোয়া গ্রহণ করে এসব দুর্বলতা, যা বিভিন্ন সমস্যায় পর্যবসিত হচ্ছে,সেগুলোর সংশোধন করবেন। অতএব এটি খোদার কাজ। মুরব্বী এবং মুবাল্লেগ তো সর্বক্ষেত্রে সহযোগিতাই করবে আর দোয়া করবে।

একইভাবে ওহদাদার এবং মুরব্বীদের উভয় শ্রেণিকে আমি এটিও বলতে চাই যে, আমরা যেখানে জামা'তের সদস্যদের কাছে এই প্রত্যাশা রাখি যে, তাদের ঘরে ওহদাদার বা পদধারীদের সম্পর্কে কোন নেতিবাচক কথা হবে না বা হওয়া উচিত নয়, সেখানে প্রেসিডেন্ট, আমীর আর ওহদাদার এবং একইভাবে মুরব্বীদেরও সবসময় এটি কঠোরভাবে মেনে চলা উচিত যে, তাদের ঘরেও যেন পরস্পর সম্পর্কে কোন প্রকার নেতিবাচক আলোচনা-সমালোচনা না হয়, হ্যাঁ ইতিবাচক কথা নিঃসন্দেহে হতে পারে, যেন মুরব্বীদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মেও এবং পদধারীদের পরবর্তী প্রজন্মের মাঝেও জামা'তের ব্যবস্থাপনা এবং ওয়াক্‌ফে জিন্দেগী আর জামা'তের যে কোন সেবকের জন্য শ্রদ্ধাবোধ গড়ে উঠে।

আর ওহদাদার, বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট এবং আমীরগণ এ কথাও স্মরণ রাখবেন যে, জামা'তের সভ্য এবং সদস্যদের জন্যও সর্বদা প্রেম, ভালোবাসা এবং আন্তরিকতার ডানা প্রসারিত করুন। কোন পদ লাভ করা আপনাদের কোন অধিকার ছিল না আর অধিকারও নয়। এটি সম্পূর্ণভাবে খোদা তা'লার কৃপা। অতএব খোদা তা'লার এই কৃপাকে পরম বিনয়ের সাথে মূল্য দিন। আর খলীফায়ে ওয়াক্ত আপনাদের উপর যে বিশ্বাস রেখেছেন, আর বিশ্বাস করে এই প্রিয় জামা'তের তত্ত্বাবধান বা নিগরানীর যে দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন, তা যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করুন। প্রেসিডেন্ট এবং ওহদাদারগণ নিজ জামা'তের প্রতিটি ছোট-বড় সদস্যের মাঝে এই চেতনা সৃষ্টি করুন যে, তারা নিরাপদ ডানার আশ্রয়ে রয়েছে, যেভাবে মুরগি তার ছানাকে নিরাপদ ডানার নিচে স্থান দেয়। সবার সাথে সর্বদা কোমল ভাষায় এবং হাস্যবদনে কথা বলুন। আধিকারিক পদ আপনার মাঝে অহংকারের পরিবর্তে যেন বিনয় সৃষ্টি করে। প্রত্যেক ওহদাদার এবং মুরব্বীর দ্বারও যেন প্রত্যেক সদস্যের জন্য সবসময় খোলা থাকে। আমাদের সবসময় মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ নিজেদের সামনে রাখা উচিত। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি (সা.) মানুষের সাথে সবসময় হাসিমুখে সাক্ষাৎ করতেন।

(বুখারী, কিতাবুল আদাব)

অনুরূপভাবে কেউ কেউ এই অভিযোগও করে থাকে যে, আমাদের কোন বিষয় জামা'তের ব্যবস্থাপনার কাছে গেলে মাসের পর মাস এর কোন খবর পাওয়া যায় না। অথচ আমি গত বছরও বেশ কয়েকবার এ সম্পর্কে খুতবায় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি বা স্মরণ করিয়েছি যে, আগত বিষয়াদির দ্রুত নিষ্পত্তি করুন, বিষয়কে দীর্ঘায়িত করবেন না। দ্বিতীয়ত বিষয় যদি কোন অনিবার্য কারণে দীর্ঘায়িত হয়, অনেক সময় বৈধ কারণ থেকে থাকে,অর্থাৎ আবশ্যকীয় তদন্ত শেষ করতে যদি বিলম্ব হয়, তাহলে প্রভাবিত পক্ষকে বা বাদী-বিবাদী যদি থেকে থাকে তাহলে তাদের উভয়কে অবহিত করুন যে, সময় লাগবে। আর তাদের পত্রের প্রাপ্তি-স্বীকার অবশ্যই করা উচিত। যদি বাদি-বিবাদীকে উত্তর দেওয়ার মাধ্যমে আশ্বস্ত করা হয়, আর ওহদাদার, বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট এবং আমীর হাসিমুখে মানুষের সাথে মেলামেশা করেন বা সাক্ষাৎ করেন, তাহলে প্রভাবিত পক্ষের অর্ধেক দুঃখ এবং অভিযোগ দূর হয়ে যায় । মহানবী (সা.) অতি সামান্য বিষয়ও আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, আমাদের চরিত্র এবং স্বভাব কেমন হওয়া উচিত। যদি আমরা এসব কথা মেনে চলি তাহলে প্রেসিডেন্ট, আমীর এবং ওহদাদারদের বিরুদ্ধে মানুষের যে অভিযোগ থাকে যে, তাদের আচরণে এক প্রকার অশান্তি এবং অস্বস্তি সৃষ্টি হয়, তা সৃষ্টি হওয়ার কথা নয়। অন্যদের সাথে উত্তম ব্যবহার বা উত্তম আচার-আচরণ প্রদর্শন সম্পর্কে একবার মহানবী (সা.) বলেছেন যে, সামান্য পুণ্য এবং নেকীকেও তুচ্ছ মনে করো না, তা নিজ ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাতের মত সামান্য পুণ্যই হোক না কেন।

(বুখারী, কিতাবুল বির ওয়াস সিলা)

আল্লাহ্ তা'লা প্রতিটি কর্মের প্রতিদান দিয়ে থাকেন। উন্নত আচরণ ও মানুষের নেকী এবং পুণ্য বৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে। অতএব প্রতেকের সার্বি ক দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের নেকীর বা পুণ্যের পাল্লাকে ভারী রাখার চেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত।

ওহদাদারদের সবসময় স্মরণ রাখতে হবে যে, জামা'তের কোন পদ বা কোন ওহদা তাদের মাঝে কোন প্রকার অহংকার সৃষ্টির জন্য নয়, বরং বিনয় বৃদ্ধির জন্য। তাই খোদাভীতিকে হৃদয়ে স্থান দিয়ে এবং পরম বিনয়ের সাথে ইনসাফের দাবি পূর্ণ করে প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রতিটি কর্ম সম্পাদনের চেষ্টা করা উচিত। কর্তৃত্বের অধিকারী এবং বিচারকদেরকে মহানবী (সা.) সতর্ক করেছেন। যদি প্রত্যেক ওহদাদার এটি সামনে রাখে তাহলে নিশ্চিতভাবে তাদের কাজের মান এবং ইনসাফের দাবি পূরণের ক্ষেত্র ব্যাপক উন্নত হতে পারে। একবার তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা যাকে মানুষের তত্ত্বাবধায়ক এবং নিগরান নিযুক্ত করেছেন, সে যদি মানুষের তত্ত্বাবধান এবং নিজের আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন এবং তাদের হিত কামনায় কোন ত্রুটি প্রদর্শন করে তাহলে তার মৃত্যুর পর খোদা তা'লা জান্নাতকে তার জন্য হারাম করে দিবেন।

(বুখারী, কিতাবুল আহকাম)

দেখুন কত কঠিন সতর্কবাণী! যা মানুষকে আলোড়িত করে। যদি খোদা তা'লার সত্তা এবং পরকালে দৃঢ় বিশ্বাস থাকে তাহলে সব ওহদাদার নিজের সব কাজ পরম ভীতির সাথে সাধন করার কথা। এক উপলক্ষ্যে মহানবী (সা.) বলেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে মানুষের মাঝে সবচেয়ে প্রিয় এবং খোদার সবচেয়ে নিকটে থাকবে ন্যায় বিচারক। আর সবচেয়ে অপছন্দনীয় এবং সবচেয়ে দূরে থাকবে অত্যাচারী বিচারক বা শাসক। (সুনান তিরমিযী, আবওয়াবুল আহকাম)

তাই সূক্ষ্ম চেতনাবোধের সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করা উচিত। তাহলেই ইনসাফের দাবি পূরণ হতে পারে। একইভাবে তিনি (সা.) এটিও বলেছেন যে, অভাবী, অনাথ, দরিদ্র এবং নিঃস্বদের জন্য যে ব্যক্তি নিজের দ্বার বন্ধ করে রাখে, আল্লাহ্ তা'লাও তার প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে আকাশের দ্বার বন্ধ করে দেন।

(সুনান তিরমিযী, আবওয়াবুল আহকাম)

অতএব আমীর থেকে আরম্ভ করে ছোট একটি হালকার ওহদাদার পর্যন্ত প্রত্যেক পদধারীর কাজ হল জামা'তের ব্যবস্থাপনায়, যা খলীফায়ে ওয়াক্তের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করে এবং ওহাদাদারগণ তাঁর প্রতিনিধিত্বে সর্বত্র নিযুক্ত হয়েছেন, নিজনিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা। সবসময় খোদার কাছে তাঁর কৃপার ভিখারী হোন।

অনুরূপভাবে অঙ্গ-সংগঠনের কর্মকর্তরাও নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হোন। অঙ্গ-সংগঠনও সকল পর্যায়ে সক্রিয় হোন। আনসার, খোদ্দাম, লজনা সকলেই এখানে সম্বোধিত। অঙ্গ-সংগঠন প্রতিষ্ঠার পিছনে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর উদ্দেশ্য ছিল জামা'তের সকল শ্রেণীকে সক্রিয় করা, আর বিভিন্নভাবে জামা'তের উন্নতির চেষ্টাকে বেগবান করা। সেইসাথে জামা'তের সদস্য ও সভ্যদের সকল শ্রেণী পর্যন্ত যেন সহজে পৌঁছানো সম্ভব হয়, অর্থাৎ পুরুষ, মহিলা, যুবক শ্রেণী, বৃদ্ধ সবার কাছে যেন সহজেই পৌঁছানো যায়। যেন খলীফায়ে ওয়াক্ত সকল দিক থেকে সংবাদ পেতে থাকেন এবং জামা'তের অবস্থা কী, তা যেন তিনি অবগত হন। অতএব প্রত্যেক ওহদাদার বা পদধারীর উচিত ধর্ম-সেবাকে বা ধর্মের খিদমতের সুযোগকে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ মনে করে করা

এবং পরস্পরের পতি সহযোগিতার হাত প্রসার করা। জামা'তের ব্যবস্থাপনায় প্রেসিডেন্ট, আমীর এবং অঙ্গ-সংগঠনেরও পারস্পরিক সহযোগিতা থাকা উচিত। যদি এই পারস্পরিক সহযোগিতা থাকে এবং সকল অঙ্গ-সংগঠন ও জামা'তের ব্যবস্থাপনা যদি সক্রিয় হয় তাহলে জামা'তের উন্নতির গতি বহুগুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। অতএব আমাদের সবসময় এ কথা নিজেদের সামনে রাখা উচিত।

আরেকটি কথা যা সব ওহদাদার বা পদধারীর স্মরণ রাখা উচিত তা হল, কোন ওহদাদারের বিরুদ্ধে যদি অভিযোগ থাকে বা তার বিরুদ্ধে তার কাছেই যদি অভিযোগ আসে, অথবা তার সামনে তার বিরুদ্ধে যদি কেউ অভিযোগ করে তাহলে তা শোনার ধৈর্য থাকা উচিত। ওহদাদার বা পদধারীদের সহ্যশক্তি সবার চেয়ে বেশি হওয়া উচিত। আর যে অভিযোগ করে তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়ার পরিবর্তে প্রথমে আত্মসংশোধন করা উচিত। আর আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত যে, আমার মাঝে কোথাও এই দোষ নেই তো? সে সঠিক বলছেনা তো? ইনসাফের দাবি পূরণের জন্য এটিও আবশ্যক।

অনুরূপভাবে জামা'তের সদস্যদেরকেও আমি বলতে চাই যে, তাদেরও নিজেদের তাকওয়ার মানকে উন্নত করা উচিত। পুণ্য এবং তাকওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতার নির্দেশ তাদের জন্যও দেওয়া হয়েছে। জামা'তের সদস্যদের তাকওয়া এবং পুণ্যের মান উন্নত হলে আপনা আপনিই নেকী এবং তাকওয়ার পথে বিচরণকারী ওহদাদার লাভ হবে। অতএব জামা'তের প্রত্যেক সদস্যের নিজেকে যাচাই করা উচিত, আর দেখা উচিত যে, তাদের তাকওয়ার মান বা পুণ্যের মান কেমন, আর এ ক্ষেত্রে সে উন্নতির চেষ্টা করছে কি'না। একইভাবে এতায়াতের প্রেক্ষাপটে জামা'তের প্র তিটি সভ্য এবং সদস্যের উপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে, তাদের তা-ও পালন করা উচিত। এটি এমন এক দায়িত্ব যা জামা'তের প্রতিটি সভ্যের কাঁধে ন্যস্ত, অর্থাৎ তোমরা আনুগত্য কর। আপনাদের এতায়াতের দৃষ্টান্ত জামা'তের সাথে আপনাদের সম্পর্ক দৃঢ় করার পাশাপাশি আপনাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত রাখবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের তাকওয়া ও পুণ্যের মানও উন্নত হবে। আর পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে তাকওয়া ও পুণ্যের মান উন্নত হতে থাকলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মে তাকওয়ার পথে বিচরণকারী পদধারী ও ওহদাদারও আমাদের সামনে আসতে থাকবে।

অতএব মহানবী (সা.)-এর এই উক্তিটিকেও নিজেদের হৃদয়ে গেঁথে নিন আর নিজেদের পরবর্তী প্রজন্মের হৃদয়েও তা গ্রথিত করুন যে, আমাদেরকে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে হবে, আর সচ্ছলতা, অসচ্ছলতা, সুখ, দুঃখ, অধিকার হরণ, স্বার্থপর আচরণ, এক কথায় সকল পরিস্থিতিতে শাসকের কথা শোনা এবং তার আনুগত্য করতে হবে। (বুখারী, কিতাবুল ফিতন)

আমাদের জামা'তে কোন জাগতিক শাসক নেই। কিন্তু জামা'তের ব্যবস্থাপনার আনুগত্যও এই একই প্রেরণা বা চেতনায় করা উচিত। অর্থাৎ কথা আমাদের পক্ষে হোক বা বিপক্ষে, আমাদেরকে তার আনুগত্য করতে হবে, আর আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করতে হবে। আর সেই সাথে খলীফায়ে ওয়াক্ত পর্যন্ত বা উচ্চ-পদস্থ কর্মকর্তা পর্যন্ত যদি কথা পৌঁছানোর সুযোগ থাকে, তাহলে পৌঁছানো উচিত, যদি মনে করেন যে, ইনসাফ বা ন্যায় বিচার হয় নি। কিন্তু কোনভাবেই বিদ্রোহ করা উচিত নয়।

সর্বদা এই দোয়া করতে থাকুন যে, রসূলে করীম (সা.)-এর নির্দেশ এবং উক্তি অনুসারে ধর্মের ক্ষেত্রেও এবং জাগতিক ক্ষেত্রেও এমন নিগরান ওহদাদার এবং শাসক যেন লাভ হয় যারা আমাদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করবে এবং আমরা যাদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করব। তারা আমাদের জন্য দোয়া করবে এবং আমরা তাদের জন্য দোয়া করব। আর আমরা যেন খোদার সেই উক্তির কারণ হই বা ওয়ারিস হই যা সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন যে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'লা বলবেন, সেসব লোক কোথায় যারা আমার সম্মান এবং মাহাত্ম্যের খাতিরে পরস্পরকে ভালোবাসতো? আজ যখন আমার ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া নেই আমি তাদেরকে আমার রহমতের ছায়ায় আশ্রয় প্রদান করব।

(মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াস সিলা)

অতএব যে খোদার ছায়ায় আশ্রয় লাভ করে সে তো উভয় জগতের নিয়ামত পেয়ে যায়।

আল্লাহ্ তা'লা করুন আমাদের প্রতিটি কাজ যেন খোদার সন্তুষ্টির খাতিরে হয়, আমরা যেন এ যুগে খোদার প্রেরীত মহাপুরুষ এবং মহানবী (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ প্রেমিকের জামা'তে অংশ গ্রহণের দায়িত্ব পালনকারী হই। আর নিজ জামা'তের সভ্য এবং সদস্যদের কাছে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যে প্রত্যাশা রয়েছে সে অনুসারে আমরা যেন আমল করতে পারি।

তাদের সম্পর্কে একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে সারা পৃথিবীর জন্য পুণ্য এবং তাকওয়ার ক্ষেত্রে আদর্শ স্থানীয় একটি জামা'তে পরিণত করতে চান। অতএব তোমরা সাবধান হয়ে যাও। আর কার্যত পবিত্র হৃদয়, বিনয়ী এবং মুত্তাকী হয়ে যাও। অর্থাৎ সত্যের মান যেন পরম উন্নত হয়। তিনি বলেন, তোমাদের বৈঠকে অপবিত্রতা, হাসি-ঠাট্টা এবং তিরস্কারের কোন ব্যবহার যেন না হয়, (অর্থাৎ হাসি ঠাট্টার ছলে মানুষকে নিয়ে যে হাসাহাসি এবং টিটকারী করা হয়।) আর পবিত্র প্রকৃতি ও পবিত্র দৃষ্টিভঙ্গী এবং পবিত্র মন-মানসিকতা নিয়ে পৃথিবীতে বিচরণ কর। "(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৭) পরম বিনয় প্রদর্শিত হওয়া উচিত।

আল্লাহ্ তা'লা করুন আমরা যেন নিজেদের অবস্থাকে এর অধীনস্ত করে খোদার করুণারাজির ছায়ায় আশ্রয় লাভকারী হতে পারি। (আমীন)

দুইয়ের পাতার পর ..

আমরা আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলে বিশ্বাস করি। আমরা আহমদীয় মুসলিম জামা'ত সর্বদা যত দূর সম্ভব বিস্তৃত পরিসরে এ প্রকৃত শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট হয়েছি। আমি আপনাদের সকলকে অনুরোধ করতে চাই যে আপনারা আপনাদের নিজস্ব পরিমণ্ডলেও এ বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়াসী হবেন, যেন বিশ্বের সকল অংশে দীর্ঘ স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

যদি আমরা এ কাজে ব্যর্থ হই, তবে পৃথিবীরে কোন অংশ যুদ্ধের ভয়াবহ সর্বনাশা প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকবে না। আমি দোয়া করি যেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ পৃথিবীর মানুষকে, বিশ্বকে অনাগত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার প্রয়াসে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও আকাঙ্খার ঊর্ধ্বে ওঠার সৌভাগ্য দান করেন। আজকের বিশ্বে পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলো সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী, আর তাই আজ অন্যান্যাদের পূর্বে এটি আপনাদের দায়িত্ব যে, সংকটাপন্ন গুরুত্ববাহী ও বিষয়গুলোর প্রতি আপনাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করবেন।

পরিশেষে আমি আপনাদের সবাইকে আরেকবার ধন্যবাদ দিতে চাই আমার বক্তব্য শুনতে সময় বের করে আসার জন্য। আল্লাহ্ আপনাদের মঙ্গল করুন। আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ।

জরুরী ঘোষণা

সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর নির্দেশ অনুসারে এখন ভারতের ওয়াকফে নওদের মঞ্জুরীরর পত্রাবলী এবং রেফারেন্স নম্বর লন্ডনের ওয়াকফে নও বিভাগ থেকে দফতর ওয়াকফে নও ভারতে পাঠানো হচ্ছে। এরপর ভারতের ওয়াকফে নও বিভাগ পত্রাবলী এবং রেফারেন্স নম্বর পিতা-মাতার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছে। সুতরাং ঐ সমস্ত পিতা-মাতা যারা নিজেদের সন্তানকে ওয়াকফে নও-এর অন্তর্ভুক্ত করতে ইচ্ছুক তারা নিজেদের আবেদনপত্র সরাসরি হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর নিকট নিজের সম্পূর্ণ ঠিকানা সহকারে ফ্যাক্স যোগে পাঠিয়ে দিন এবং এরপর সেটি ফোন বা ই-মেলের মাধ্যমে ওয়াকফে নও ভারতের দফতরে জানিয়ে দিন। সেই সাথে তাদেরকে নিজের ই-মেল এবং ঠিকানা নোট করিয়ে দিন যাতে লন্ডন থেকে মঞ্জুরীর পত্র এবং রেফারেন্স নম্বরের জন্য ফর্ম এলে তা ওয়াকফে নও ভারতের দফতর পিতা-মাতাকে তা যথাশ্রীঘ্র পাঠিয়ে দিতে পারে। অনুরূপভাবে রেফারেন্স নম্বর প্রকাশ করার জন্য যাবতীয় পত্র ওয়াকফে নও ভারতের কাছে লিখুন। লন্ডনের ওয়াকফে নও অফিসের ই-মেলে যেন সরাসরি কোন মেল না করা হয়। সমস্ত ওয়াকফে নও সেক্রেটারী এবং পিতা-মাতা এই নির্দেশ মেনে চলুন। সন্তানের জন্মের পর ফর্ম দেরীতে পাঠানোর ক্ষেত্রে সেই সন্তান ওয়াকফে নও-এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না। সুতরাং সন্তানের জন্মের পর অনতিবিলম্বে দফতর ওয়াকফে নও ভারতে রেফারেন্স নম্বর নেওয়ার জন্য নিম্নলিখিত ই-মেল ঠিকানায় মেল করুন।

E-mail: qdnwaqfenau@gmail.com
Address: Office Waqf-e-Nau INDIA (Nazarat Taleem)
Qadian-143516, Dist: Gurdaspur, Punjab
Office: 01872-500975, Mob: 9988991775

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP-43/2017-2019 Vol. 2. Thursday, 13 th April, 2017 Issue No. 15

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

কানাডিয়ান পার্লামেন্টে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর আগমণ

হুযুর আনোয়ারকে মেম্বার অফ পার্লামেন্টগণের সম্মান ও অভ্যর্থনা জ্ঞাপন

১৮ই অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.) কানাডার পার্লামেন্ট 'পার্লামেন্ট হিল'-এ আগমণ করেন। হুযুর আনোয়ার (আই.)-কে অতীব সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানানো হয়। পার্লামেন্টে বিভিন্ন সেনেটর ও মন্ত্রীবর্গ হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তিনি (আই.) পার্লামেন্টে বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন। তাঁর এই বক্তব্য বুদ্ধিজীবি, রাজনিতিকগণ এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ দ্বারা অত্যন্ত সমাদৃত হয় এবং তাঁরা প্রীতিপূর্ণ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর এ দিনের কর্মব্যস্ততা অত্যন্ত ঈমান উদ্দীপক ছিল। পাঠকবর্গের হিতার্থে এর ধারাবিবরণি পর্বক্রমে প্রকাশ করা হচ্ছে।

এলাহী জামাতের ইতিহাসে কয়েকটি দিন এমনও এসে থাকে যেগুলি বিশেষত্বের কারণে অসাধারণ গুরুত্ব বহন করে থাকে এবং আগামীতে সংঘটিত হতে চলা বিপ্লবের জন্য মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। জামাত আহমদীয়ার বিজয়কথা দ্বারা পরিপূর্ণ ইতিহাসে এর পূর্বেও এমন দিন এসেছে যা আহমদীয়াতের আকাশে উজ্জ্বল নিদর্শনের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে আছে। আজও এমন একটি দিন এসেছে যা ইনশাআল্লাহ্ ভবিষ্যতে কানাডার বুকে মহান বিপ্লব ও বিজয়ের সূচনা বলে অভিহিত হবে এবং জামাতের জন্য বিজয়সমূহের এক নতুন অধ্যায়ের জন্ম দিবে। আজ হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর সম্মানে কানাডার 'পার্লামেন্ট হিল'-এর স্যর জন ম্যাকডোনাল্ড হলে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

কানাডার পার্লামেন্ট হিলের স্থাপনা হয় ১৮৫৯-১৮৬৬ সালে। ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯১৬ সালে কানাডার পার্লামেন্ট ভবনের 'কমন্স রিডিং রুম'-এ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে যার ফলে প্রায় গোটা ভবনটি ভস্মীভূত হয়ে যায়। কেবল লাইব্রেরি এবং ভবনের 'নর্থ ওয়েস্ট উইং' সুরক্ষিত থাকে। ১৯২২ সালে পার্লামেন্ট ভবনের পুনঃনির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয় এবং ৯২.২ মিটার উঁচু একটি টাওয়ার নির্মাণ করা হয় যা ১৯২৭ সালে সম্পূর্ণ হয়। কানাডার এই পার্লামেন্ট বিল্ডিংটিকে 'পার্লামেন্ট হিল' বলা হয়। আজ এই পার্লামেন্টেই হুযুর আনোয়ার দেশের নেতৃস্থানীয় প্রশাসকবর্গের সঙ্গে বিভিন্ন বৈঠক এবং তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। সকাল সওয়া দশটার সময় হুযুর আনোয়ার (আই.) বিশ্রামক্ষ থেকে বেরিয়ে 'পার্লামেন্ট হিল'-এর উদ্দেশ্যে রওনা হন। ১০টা পঞ্চাশ মিনিটে হুযুর আনোয়ার পার্লামেন্ট হিলে পৌঁছে যান।

পার্লামেন্টের যে কোন ভবনে বা এর যে কোন অংশে কক্ষে প্রবেশ করতে হলে একাধিক বার কঠোর নিরাপত্তা চেকিংয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়ে। প্রায় প্রতিটি পদক্ষেপে নিরাপত্তা কর্মী চেকিং-এর জন্য উপস্থিত থাকে। কিন্তু হুযুর আনোয়ার-এর জন্য পূর্বেই এই নিরাপত্তাকে 'ওয়েভ' করে দেওয়া হয়েছিল এবং সিকিউরিটি চেকিং-এ প্রক্রিয়া থেকে হুযুর আনোয়ার-কে ব্যতিক্রম বলে গণ্য করা হয়।

পার্লামেন্ট হিল পৌঁছানোর পর হুযুর আনোয়ার-এ গাড়ি পার্লামেন্ট ভবনের সদর দরজায় নিয়ে আসা হয়। হুযুর আনোয়ার-এর বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই পার্লামেন্টের নিম্নোক্ত মেম্বারগণ হুযুরকে স্বাগত জানান।

মেম্বার অফ পার্লামেন্ট জুডি সিগরো, মেম্বার অফ পার্লামেন্ট কামাল খেরা, মেম্মার অফ পার্লামেন্ট রমেশ সাঙ্গনা এবং পার্লামেন্ট মেম্মার দেবোরা শুলটি।

পার্লামেন্ট হাউসের বাইরে জামাতের মহিলা ও পুরুষ সদস্যগণ হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর আগমণের পূর্বেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তারা সকলে নারা ধ্বনি দিতে থাকেন। তারা ঈমানে আবেগাপ্লুত ছিলেন এবং তাদের হৃদয় খোদা তা'লার নিকট সেজদাবনত ছিল। কেননা, আজকের দিন কানাডার বুকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করছিল।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছিলেন- " প্রত্যেক জাতি এই নির্ঝর থেকে পানি পান করবে। এই সিলসিলা দ্রুত বিস্তার লাভ করবে এমনকি গোটা বিশ্বকে পরিবেষ্টন করে ফেলবে। অতএব হে শ্রোতগণ! এই কথাগুলি স্মরণ রেখ এবং এই সকল আগাম সংবাদগুলিকে সিন্দুকে সুরক্ষিত রেখ, কেননা এটি খোদার খোদার বাণী যা একদিন পূর্ণ হবে।"

আজকের দিনটিতে কানাডার মানুষও এই প্রস্রবণ থেকে পরিতৃপ্ত হচ্ছে। এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) পার্লামেন্টের ভিতরে প্রবেশ করেন। মেম্মার অব পার্লামেন্ট জুডি সিরো হুযুর আনোয়ার (আই.)-কে পার্লামেন্টের কিছু অংশ ঘুরে দেখান এবং লাইব্রেরিও দেখান। এর পর হুযুর আনোয়ার পার্লামেন্টের ছয়তলের স্পাউজাল লঞ্জে আসেন। অভ্যর্থনাকারী চারজন মেম্বার অব পার্লামেন্ট হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গেই ছিলেন। .

জুডি সিগরী মহাশয়া হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর নিকট প্রোগ্রাম উপস্থাপন করে বলেন, এই লাউঞ্জটিতে কয়েকজন মন্ত্রী, মেম্বার অব পার্লামেন্ট এবং সিনেটরদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর মিটিং এবং সাক্ষাৎপর্ব অনুষ্ঠিত হবে। এর পর হুযুর (আই.) নীচে একটি হলঘরে আসবেন যেখানে জলাহারের ব্যবস্থা থাকবে। সেখানে পার্লামেন্টের অনেক সদস্য হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করবেন। এই হলঘরেরই একটি অংশে নামাযের ব্যবস্থা হবে। এরপর মধ্যহ্নভোজনের জন্য বিরতির পর আরও অনেক মেম্বার এই লাউঞ্জে আসবেন এবং প্রধানমন্ত্রীও হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। এরপর হুযুর আনোয়ার ভিজিট গ্যালারীতে আসবেন যেখানে তিনি সভা অধ্যক্ষ এবং মেম্বার অব পার্লামেন্টের পক্ষ থেকে হুযুরকে স্বাগত জানানো হবে। এরপর সন্ধ্যের অনুষ্ঠানে হুযুর আনোয়ার (আই.) নিজের ভাষণ প্রদান করবেন।

সকাল এগারোটার সময় এই সাক্ষাৎপর্ব আরম্ভ হয়। সর্বপ্রথম মেম্বার অব পার্লামেন্ট সম্মানীয় এন্ড্রিউ লিজলি (চীফ গভর্মেন্ট WHIP) হুযুর আনোয়ার-এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসেন। তিনি বলেন, "আমি সেনা থেকে অবসর প্রাপ্ত এবং এখন আমি একজন পার্লামেন্ট মেম্বার এবং চিফ WHIP। আমার অঞ্চল হল ওটোয়া। আমি সেখান থেকে নির্বাচিত হয়েছি। তিনি বলেন, ওটোয়াতেও আপনাদের সম্প্রদায়ের মানুষ আছেন। এবছর আমি প্রথম টরেন্টোর জলসায় অংশগ্রহণ করেছি। এটি আমার জন্য আশ্চর্য্যজনক অভিজ্ঞতা ছিল। এই জলসা অত্যন্ত সুব্যবস্থিত এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ ছিল। জলসা গাহের বাইরে যেখানে পুলিশের নিয়ন্ত্রণে পার্কিং ছিল সেটি বেশি সুব্যবস্থিত ছিল না। হুযুর বলেন, আমাদের নিয়ম-শৃঙ্খলা সেনাদের নিয়ম-শৃঙ্খলা থেকে উত্তম।

মেম্বার অব পার্লামেন্ট বলেন, এই জামাত পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে এবং মানবীয় মূল্যবোধকে সুরক্ষিত রাখার জন্য যে প্রচেষ্টা করছে তা প্রশংসনীয়। খলীফা সমাজের উন্নতিকল্পে মহান অবদান রাখছেন। মহাশয় বলেন, আজকে হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ আমার জন্য সম্মানের কারণ।

মেম্বার অব পার্লামেন্ট জুডি সিগরুও এই মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন। হুযুর বলেন, জুডি সাহেবার জামাতের সঙ্গে সম্পর্ক দীর্ঘ দিনের। এখন আমাদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরী হয়ে গেছে। হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি যখন প্রথমবার কানাডায় আসি সেই সময় প্রথম অভ্যর্থনা জ্ঞাপনকারী দলের মধ্যে ছিলেন।

মেম্বার অব পার্লামেন্ট জুডি বলেন, হুযুর আনোয়ার সিস্কাটনও পরিদর্শন করতে যাচ্ছেন। আমার ইচ্ছা হুযুর যেন বার্মপিটনও যান। এর প্রতিক্রিয়ায় কানাডার আমীর সাহেব বলেন, বার্মপিটন-এর পূর্বে সিস্কাটোনের নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হবে। একথা শুনে মহাশয়া বলেন, এর অর্থ হল, হুযুরকে বার বার কানাডায় আসতে হবে।

জুডি মহাশয়া হুযুর আনোয়ারকে বলেন যে, আজকে আমি পার্লামেন্টের বাইরে একজন মহিলাকে দেখেছি। তিনি মাত্র চার মাস পূর্বে কানাডায় এসেছেন। তিনি একথা ভেবে এমন আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন যে, হুযুর পার্লামেন্টে আসছেন এবং জীবনে এই প্রথম তিনি হুযুরকে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করছিলেন সেই মহিলাকে দেখে আমিও আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ি। মেম্বার অব পার্লামেন্ট এন্ড্রু লিযের সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের এই সাক্ষাৎপর্ব সকাল এগারোটা দশ মিনিট পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। (অবশিষ্ট পরের সংখ্যায়)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir